তারিখ • 26 APR 2016 … …
পৃষ্ঠা … … কলাম … … ……

নিক
জনকণ্ঠ

অধ্যাপক রেজাউল হত্যাকাণ্ড

রাবিতে ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ রেখে আন্দোলন শিক্ষক সমিতির মানববন্ধন, স্মারকলিপি

স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী/রাবি সংবাদদাতা ॥ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ইংরেজী বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক এএফএম রেজাউল করিম সিদ্দিকীর হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে তৃতীয় দিনের মতো ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ রেখে আন্দোলন করেছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। সোমবার

(২ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

রাবিতে ক্লাস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সকাল ১০টা থেকে বিভিন্ন বিভাগ ও সংগঠনের পক্ষ থেকে মানববন্ধন, শোক-মিছিল, অবস্থান ধর্মঘট ও সমাবেশ করা হয়। আন্দোলন কর্মসূচীতে রেজাউল করিমের পরিবারের সদস্যরাও অংশ নেন। শিক্ষক হত্যার দ্রুতবিচার দাবিতে সোমবারও কোন বিভাগে ক্লাস-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। বিভাগের অফিস খোলা থাকলেও তালাবদ্ধ ছিল শ্রেণীকক্ষ। অধিকাংশ শিক্ষক-কর্মকর্তা যোগ দেন রাবি শিক্ষক সমিতি আয়োজিত মানববন্ধনে। সকাল ১০টায় শহীদুল্লাহ কলা ভবনের সামনে থেকে শোক মিছিল বের করেন ইংরেজী বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে শিক্ষক সমিতি আয়োজিত মানববন্ধনে মিলিত হয়। পরে বেলা ১২টায় শহীদুল্লাহ কলা ভবনের ১৫০ নম্বর কক্ষে বিভাগের পক্ষ থেকে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। শোকসভায় নিহত শিক্ষক অধ্যাপক রেজাউল করিম সিদ্দিকীর সহধর্মিণী হোসনে আরা শিলা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'আমার স্বামী বুদ্ধিজীবী ছিল বলেই তাকে হত্যা করা হয়েছে। বাজারে আলু-পটোল বিক্রি করলে তিনি খুন হতেন না। আমরা তার হত্যাকাণ্ডের বিচার নিয়েও শঙ্কায় আছি। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান থাকবে আপনি সিদ্দিকী হত্যার বিচার করুন।'

অধ্যাপক রেজাউল করিমের মেয়ে রিজওয়ানা হাসিন শতভি রাবির ইংরেজী বিভাগ থেকেই মাস্টার্স করেছেন। বাবা ছিলেন এই বিভাগেরই অধ্যাপক। বাবার স্মৃতিচারণ করে শতভি বলেন, সকালে ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হলেই তিনি রাগ করতেন। বাসায় রাগারাগি করতেন কিন্তু আমাকে কিছু বলতেন না। এতটাই আমাকে ভালবাসতেন। সেই মানুষটাকে দিনের আলোতে কুপিয়ে হত্যা করা হলো। কেউ দেখল না। খুনীদেরও ধরা গেল না। এটা কী করে সম্ভব! তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন মিডিয়ায় আমার বাবাকে নাস্তিক হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। ওনাকে ব্লগার বলা হচ্ছে। এসব বন্ধ করুন। তিনি সংস্কৃতিমনা ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। প্রযুক্তি সম্পর্কে বাবার ন্যূনতম ধারণাও ছিল না। ব্লগে লেখালেখির তো কোন প্রশ্নই আসে না। যারা এ গুজব ছড়িয়েছে তারাও খুনীদের চেয়ে কম অপরাধী নয়।